শুক্ল

যজুর্বেদ-সংহিতা

শ্রীমদ্ উবটাচার্য, মহীধর, সায়ণাচার্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণের
অতিরিক্ত আপন আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণী সামর্থ্যে সমৃদ্ধকারী

পূজনীয় পণ্ডিত স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী

কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে
সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সম্পাদনা ও নবরূপদাতা

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

(পৌরাণিকোত্তম)

অক্ষয় লাইব্রেরী
কলকাতা

থাকি ।।১৩ ।। (মৃত পশুর কাছে উপবিষ্ট হয়ে যজমান-পত্নী) হে পশো ! আমি তোমার জিহ্বাকে শুদ্ধ করি (—জল দ্বারা মুখাটিকে স্পর্শ করাবে)। হে পশো ! আমি তোমার চক্ষু শুদ্ধ করি (চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করবে)। হে পশো ! আমি তোমার কর্ণদ্বয় পবিত্র করে দিচ্ছি (কর্ণদ্বয় স্পর্শ করবে)। হে পশো ! আমি তোমার নাভি শুদ্ধ করি (নাভিতে স্পর্শ করবে)। হে পশো ! আমি তোমার শিশ্নকে সুদ্ধ করি (লিঙ্গকে স্পর্শ করবে)। হে পশো ! পায়ুকে শুদ্ধ করি (পায়ুতে স্পর্শ করবে)। হে পশো ! আমি তোমার চরণদ্বয়কে শুদ্ধ করি (মন্ত্রপাঠ করে জলদ্বারা পশুর চারটি চরণই স্পর্শ করবে) ।।১৪ ।। (যজমান-পত্নীর পরে, হস্ত-পদ প্রক্ষালনের জল দ্বারা যজমান এবং অধ্বর্যু পশুটিকে শুদ্ধ করবেন। ঘটস্থিত অবশিষ্ট জলটি পশুর সর্বাঙ্গে যজমান ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—) হে পশো ! তোমার মন আপ্যায়িত হোক। তোমার জিহ্বা প্রসন্ন হোক। তোমার পশু

হিংসা থেকে আমাদের রক্ষা করো। (এরপর জলে দণ্ডায়মান যজমান স্বয়ং স্নান করবেন, স্নানের পরে জল থেকে বেরিয়ে শুদ্ধ বস্ত্রধারণ করে আহবণীয়াগ্নিতে সমিধাদান করবে) হে সমিধে! তুমি দেবতাদের সমিধাস্বরূপ।।২৭।। (এই মন্ত্রগুলিতে যজ্ঞার্থে যে গাভীটিকে উৎসর্গ করা হবে, যদি সেটি গর্ভিণী হয়, তাহলে সেই গর্ভের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আহুতর বিধান করা হয়েছে। গাভীটিকে মেরে সেটির গর্ভটি বের করা হয়ে থাকে। গর্ভটির রক্তের আহুতি দিয়ে বাকী গর্ভপিণ্ডটিকে পাগড়ীতে বেঁধে মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অগ্নিতে একসাথে নিক্ষেপ করা হয়)। (এই সময় প্রথম মন্ত্রটির গর্ভের থেকে পৃথক করা মাংসপিণ্ডটিকে অভিমন্ত্রিত করবে)। যে ঝিল্লিটি গর্ভকে বেষ্টন করে রয়েছে, সেটির সাথে দশমাসের গর্ভটিকে কম্পন করাতে হবে। যেমন বায়ু কম্পিত হয় এবং সমুদ্রে ঢেউ উত্তোলিত হতে থাকে, সেই

CamScanner

ভাবে এই দশমাসের গর্ভটিও ঝিল্লীর সাথে কম্পন করুক।।২৮।। হে বশাগায় বা বশাগাভী! যে তোমার গর্ভটি যজ্ঞের যোগ্য, যে তোমার যোনি স্বর্ণময়ী, যে তোমার গর্ভের শরীরাবয়ব অকুটিল—আমরা সেই গর্ভকে মাতৃরূপী তোমার সাথে সংযোজিত করি। (এই মন্ত্রে পড়ে গর্ভের রক্তের হোম কার্য করে দেবে)।।২৯।। (এর পরবর্তী মন্ত্রের থেকে প্রতিপ্রস্থাতা প্রচরীণামের স্রুবায় গর্ভের রক্তের ভরে অধ্বর্যুর হোম সমাপ্ত করার পর স্বিষ্টকৃত আহুতি প্রদান করবেন) (এতে গর্ভকে ইন্দু = সোমরূপের দ্বারা স্রবণ করা হচ্ছে। বহুদশনীয়, অনেক স্বরূপ যুক্ত এবং ধীর গর্ভরূপী সোম পেটের ভেতরে মহিমা প্রাপ্ত করে থাকে। বশা গাভীকে এক, দুই, তিন, চার এবং আট পদযুক্ত মেনে সর্বভূতের বিস্তার প্রাপ্ত করুক, এই প্রার্থনা। এটাই আহুতিস্বরূপ।।৩০।। (সমিষ্টযজুঃ নামক আহুতিগুলির পরে শামিত্র নামক অগ্নিতে পাগড়ী বাঁধা গর্ভপিণ্ডটিকে নিক্ষেপ করবেন)। হে মরুৎগণ! যে যজমানের ঘরে দ্যুলোকের বিশিষ্ট প্রকাশ সম্পন্ন তোমরা সবাই সোমরস পান করে থাকো, সেই যজমানই অত্যন্ত সুরক্ষাপ্রাপ্ত হয়।।৩১।। (এই মন্ত্রপাঠ করে শামিত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ্ত মাংসপিণ্ডটিকে অঙ্গার দ্বারা ঢেকে দেবেন)। মহতী এই দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এই যজ্ঞকে আপন করুণাঞ্চলের দ্বারা যেন আসিঞ্চিত করে। তিনি যেন আমাদের ভরণের যোগ্য ধনাদি দ্বারা আপূর্ণ করেন।।৩২।। হে বৃত্রের হন্তা! সম্মুখে উপস্থিত হও। রথে যুক্ত তোমার

করছি। পর্ব ও ঋতুসমূহের অনুসারে বিধি-বিধানের সাথে প্রজ্বলিত করা হে অগ্নি! অখণ্ডনীয়া ও বিশেষ রূপে শোভিত হওয়ার যোগ্য (ঘৃত ইত্যাদি বীর্য প্রদাত্রী) এই গাভীকে তুমি হিংসিত করো না।।৪৩।। (বায়ব্যকোণে মেষের শির ধারণীয়) —হে অগ্নি! স্বরূপে (বা কাঠামোর) নির্মাতা ত্বষ্টার (বা বায়ুর) অনুগ্রহে কম্বল ইত্যাদির দ্বারা জগৎকে আবরণকারী, বরুণের নাভিতুল্যা রক্ষণীয়া, পরম দিকসমূহ হ'তে উৎপন্নশালিনী, মহতী, সহস্র মূল্যবতী এবং প্রাণিগণকে প্রজ্ঞা প্রদানকারিণী এই মেঘকে পরমাকাশে হিংসিত করো না।।৪৪।। যে আগ্নেয় ছাগ প্রজাপতির শোক হ'তে উৎপন্ন, এবং যে দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকেরও শোক হ'তে উৎপন্ন, বিশ্বকর্মা প্রজাপতি যে বাক্‌রূপ ছাগের দ্বারা পশুমাত্রকেই উৎপন্ন করেছেন, হে অগ্নি! সেই ছাগকে তোমার ক্রোধ (বা তেজ) হ'তে দূরে ত্যাগ করো, তাকে হিংসা করো না।।৪৫।। দীপ্তিমতী কিরণসমূহের এই বিচিত্র সমাহার তথা মিত্র-বরুণ-অগ্নির (অর্থাৎ সর্ব ত্রিলোকীর) চক্ষু এই সূর্যোদয়কে প্রাপ্ত হয়েছে। সে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে স্বপ্রকাশে পূর্ণ করেছে। এই আদিত্যমণ্ডলগত পরমাত্মা জড়-জঙ্গম জগতের আত্মা।।৪৬।। (বেদির দক্ষিণে উত্তর দিকে মুখ ক'রে 'ইমং মা হি' ইত্যাদি 'উৎসর্গ' সংজ্ঞক পাঁচটি মন্ত্রে অধ্বর্যু মানব ইত্যাদির শিরের উপস্থান করেন)—হে অগ্নি! হিরণ্যশকল রূপ সহস্রচক্ষু তুমি যজ্ঞের নিমিত্ত চয়নকৃত হয়ে এই দ্বিপদশালী পুরুষ পশুকে হিংসিত করো না। হে অগ্নি যজ্ঞীয় তুরঙ্গমুখ পশুকে তুমি প্রীতির সাথে ভক্ষণ করো। সেই কিম্পুরুষের ভক্ষণে আপন জ্বালা-শরীরকে পোষিত ক'রে তুমি এইস্থানে স্থিত হও। তোমার তাপ কিন্নর মৃগের প্রাপ্ত হোক— আমরা যাদের বিদ্বেষ ক'রি, তারা তোমার জ্বালা সম্প্রাপ্ত হোক।।৪৭।। হে অগ্নি! এই এক শফা বা খুরবিশিষ্ট হ্রেষা শব্দকারী বেগবান্ এই অশ্ব পশুকে তুমি হিংসিত করো না। জঙ্গলের গৌরমৃগকে আমি তোমায় নির্দেশ করছি, তুমি তাদের ভক্ষণ ক'রে আপন জ্বালা-শরীরকে পুষ্ট ক'রে সুখে স্থিত হও। হে অগ্নি! গৌরমৃগ তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক। আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি, তারা তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক।।৪৮।। হে অগ্নি! সহস্রমূল্যক বা সহস্রশঃ উপকারক, ঘৃত-দুগ্ধের শতধার কূপের মতো, জগতের মধ্যে জীবনার্থ অনেক মনুষ্য ইত্যাদির দ্বারা আশ্রিতমাণা, যজমানের নিমিত্ত ঘৃত (বা দুগ্ধ) দোহনশালিনী তথা অদীনা এই গাভীরূপ পশুকে তুমি পরমাকাশে হিংসিত করো না। ভোজনের নিমিত্ত আমি তোমাকে আরণ্য গবয়কে নির্দেশ করছি। তাদের দ্বারা (অর্থাৎ তাদের ভক্ষণ ক'রে) তুমি স্বশরীরকে পুষ্ট ক'রে স্থিত হও। হে অগ্নি! গবয় (গলকম্বলহীন গোরুর) ন্যায় পশুবিশেষ) তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক। আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি, তারা তোমার জ্বালা সম্প্রাপ্ত হোক।।৪৯।। এই পশম দানশালিনী, বরুণের নাভির ন্যায় রক্ষণীয়া, দ্বিপাদ চতুষ্পাদ পশুগণক শীত হ'তে রক্ষাকারিণী; কম্বল ইত্যাদি রচনাকারিণী এবং প্রজাকে উৎপন্নকারিণী, ত্বষ্টার প্রথম সৃষ্টি এই মেষকে (বা ভেড়াকে) পরমাকাশে হিংসিত করো না। আরণ্য উটকে আমি তোমার ভক্ষণার্থে নির্দেশ করছি। তুমি তাদের ভক্ষণ ক'রে আপন জ্বালা-শরীরকে পুষ্ট করো এবং এই স্থানে স্থিত হও। উটে তোমার জ্বালা ভক্ষণার্থ প্রাপ্ত হোক। আমরা যাদের দ্বেষ করি, তারা তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক।।৫০।। যে অজ প্রজাপতির সন্তাপ হ'তে উৎপন্ন হয়েছিল, সে সর্বপ্রথম আপন উৎপাদক প্রজাপতিকে দর্শন করেছিল। সেই অজের দ্বারা যজ্ঞ ক'রে দেব-দেবতাগণ অগ্রণী হয়েছিল। সেই অজের দ্বারা দেবগণকে যজন ক'রে যাগযোগ্য যজমান স্বর্গ ইত্যাদিতে আরোহণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে অগ্নি! আরণ্য শরভকে আমি তোমায় নির্দেশ করছি। তাকে ভক্ষণ ক'রে আপন শরীরকে পুষ্ট ক'রে, হে অগ্নি! তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। শরভ তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক। আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি, তারা তোমার জ্বালা প্রাপ্ত হোক।।৫১।। হে অত্যন্ত যুবা অগ্নি! তুমি আমাদের স্তুতিসমূহ শ্রবণ করো। হবির্দাতা যজমানের

পাপী ও ধর্মাত্মাগণকে পৃথক করণশীল এই অগ্নি ইত্যাদিরূপী রুদ্রগণকে নমস্কার। পাপকে বিবিধরূপে বিনষ্টকারী অগ্নি ইত্যাদিরূপী রুদ্রগণকে নমস্কার। স্বর্গ ইত্যাদি লোকসমূহ হ'তে সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মের নিমিত্ত বহির্ভূত, এই অগ্নি-বায়ু-সূর্যরূপী রুদ্রদের নমস্কার।।৪৬।। হে পাপীবর্গকে কুৎসিত গতি প্রাপ্তকারক! হে সোমের পালক! হে মহা-অকিঞ্চন! হে নীরকণ্ঠ রুদ্র! এই প্রজাগণ ও এই পশুগণের কাহাকেও ভয়ভীত করো না; কাহাকেও রুগ্ন করো না এবং আমাদের কোনও পশু প্রভৃতি যেন বিশূচিকা ইত্যাদি রোগবান্ না হয়।।৪৭।। বলবান্, জটজূটধারী তথা শত্রুগণের বীরবর্গকে বিনাশকারী রুদ্রের নিমিত্ত এই এই স্তুতিগুলিকে সম্পাদিত করছি। যাতে আমাদের দ্বিপাদ মনুষ্য ইত্যাদি তথা চতুষ্পাদ গো-ইত্যাদির কল্যাণ হয় এবং আমাদের এই গ্রামে সব কিছু পুষ্ট এবং অনাতুর হ'তে পারে।।৪৮।। হে রুদ্র! তোমার যে শরীর অত্যন্ত শান্ত, যা সদাই শান্ত ও ওষধিস্বরূপ এবং শারীরিক ব্যাধির একমাত্র ওষধি—আপন সেই শরীরের দ্বারা জীবনের নিমিত্ত প্রসন্ন করো।।৪৯।। রুদ্রের আয়ুধ আমাদের দূর হ'তে পরিত্যাগ করুক এবং সেই হিংসনেচ্ছু এবং প্রদীপ্ত রুদ্রের হিংসক বুদ্ধিও আমাদের দূর হ'তে পরিত্যাগ করুক, (অর্থাৎ সে যেন আমাদের আঘাত করতে না চিন্তা করে)। হে সেচনসমর্থ! ধনবান্ যজমানগণের নিমিত্ত তুমি নিজের ধনুষকে অবনত ক'রে জ্যা-মুক্ত করো (বা শিথিল করো) হে রুদ্র! আমাদের পুত্র-পৌত্রদের উপর দয়া করো।।৫০।। হে অত্যন্ত সেচনসমর্থ! হে অত্যন্ত কল্যাণকারিন্! কল্যাণস্বরূপ তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হও। তুমি আপন ধনুষ ইত্যাদিকে কোনও উচ্চ বৃক্ষের উপর ধারণ ক'রে রাখো এবং চর্মকে ধারণ করে (কৃত্তিবাসরূপে) ভ্রমণ করো। আপন পিনাককে (ত্রিশূলকে) ধারণ করে আমাদের নিকট আগমন করো।।৫১।। হে বাণবর্ষণকারী! হে বিশিষ্ট রক্তাভ! হে ভগবন্ (রুদ্র)! তোমাকে নমস্কার। তোমার যে সহস্র হাতিয়ার (অস্ত্র কিংবা ব্যাধিরূপ অস্ত্র) আছে, তারা আমাদের শত্রুগণকে আঘাত করুক।।৫২।। হে রুদ্র! তোমার বাহুতে সহস্র প্রকারের সহস্র অস্ত্র আছে। তাদের উপর তোমার প্রভুত্ব আছে। তাদের তুমি অন্যত্রগামী মুখশালী ক'রে দাও, (অর্থাৎ তাদের মুখগুলি আমাদের থেকে ভিন্ন দিকে আরও বাঁকিয়ে দাও)।।৫৩।। ভূমির উপর যে অসংখ্য রুদ্র আছে, তাদের সকল ধনুষকে আমরা মন্ত্রবলে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করছি।।৫৪।। এই বিশাল এবং মেঘাধার অন্তরিক্ষে যে অসংখ্য রুদ্র আছে, আমরা তাদের ধনুষগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছি।।৫৫।। নীলগ্রীব তথা শ্বেত কণ্ঠশালী যে সকল রুদ্র দ্যুলোকে স্থিত আছে। তাদের ধনুষগুলিকে আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছি।।৫৬।। নীলগ্রীব ও শ্বেত কণ্ঠশালী যে রুদ্রগণ ভূমির নীচে (অর্থাৎ পাতাললোকে) সঞ্চরণ করছে, আমরা তাদের ধনুষগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিচ্ছি।।৫৭।। বৃক্ষসমূহে বালতৃণ অপেক্ষা হরিৎবর্ণশালী, নীলগ্রীবাশালী ও রক্তনেত্রধারী রুদ্রগণ স্থিত আছে, তাদের ধনুষগুলিকে আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিচ্ছি।।৫৮।। যে রুদ্রগণ ভূতসমূহের অধিপতি, বিবিধ বা বিগত শিখা অথবা জটজূটধারী হয়ে আছে, তাদের ধনুষগুলিকে আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিচ্ছি।।৫৯।। যে রুদ্র মার্গসমূহের রক্ষক, অন্নের ধারক তথা যাবজ্জীবন যুদ্ধকর্তা আমরা তাদের ধনুষগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নমিত করছি।।৬০।। সৃক্ (অর্থাৎ ফাঁসী দেওয়ার উপযুক্ত দড়ি) হস্তযুক্ত তথা তরবারি সহ যে রুদ্রগণ প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থে ভ্রমণ ক'রে থাকে, আমরা তাদের ধনুষগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নমিত করছি।।৬১।। যে রুদ্র অন্নভক্ষণের নিমিত্ত মনুষ্যকে প্রহার ক'রে এবং যে পাত্রে জল পান করে থাকে আমরা সেই রুদ্রদের ধনুষগুলি দূরে দমিত করছি।।৬২।। যে অনেক অথবা অধিক রুদ্র এই ভূমির উপর দিক্-বিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে (বা পড়ে আছে), আমি তাদের ধনুষগুলিকে সমস্র যোজন দূরে নমিত

করছি।।৬৩।। যে রুদ্রগণ দ্যুলোকে স্থিত হয়ে আছে, এবং যাদের বাণগুলি বৃষ্টির ফোঁটারূপে পতিত হয়, সেই রুদ্রদের নমস্কার। পূর্ব দিকে আরও যে রুদ্রগণ আছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার দশ অঙ্গুলিকে জুড়ে দিচ্ছি (অর্থাৎ হাত জোড় ক'রে নমস্কার জ্ঞাপন করছি); পশ্চিম দিকেও দশ অঙ্গুলিকে জুড়ে দিচ্ছি। উত্তর দিকে দশ অঙ্গুলিকে জুড়ে দিচ্ছি এবং ঊর্ধ্বদিকেও দশ অঙ্গুলীকে জুড়ে দিচ্ছি। তাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার। তারা আমাদের রক্ষা করুক। তারা আমাদের সুখী করুক। আমার যাদের দ্বেষ ক'রি এবং যারা আমাদের দ্বেষ করে, তাদের আমরা এই রুদ্রগণের দ্রংষ্ট্রাকরাল মুখে স্থাপন করছি।।৬৪।। সেই রুদ্রগণকে নমস্কার, যারা অন্তরিক্ষে স্থিত, যাদের বাণই বায়ু (অর্থাৎ বায়ুই যাদের বাণতুল্য অস্ত্র); তাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকে ও ঊর্ধ্ব দিকে আমি আরও আপন দশ অঙ্গুলীকে যুক্ত ক'রে নমস্কার করছি। তারা নমস্কার প্রাপ্ত হোক। তারা আমাদের রক্ষা করুক। তারা আমাদের সুখী করুক। আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি এবং যারা আমাদের দ্বেষ করছে, তাদের আমরা এই রুদ্রগণের মুখে ধারণ করছি।।৬৫।। সেই রুদ্রদের নমস্কার, যারা পৃথিবীতে স্থিত, এবং অন্নই যাদের বাণতুল্য অস্ত্র (অর্থাৎ অন্ন সামান্য বস্তু হ'লেও অযথা অন্নভক্ষণে, কদন্নভক্ষণে চৌর্য বা প্রবর্ত্য রোগ সমূহ উৎপাদিত হয়ে থাকে); তাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর-ঊর্ধ্বে দশ অঙ্গুলী যুক্ত করছি। তারা নমস্কার প্রাপ্ত হোক। তারা আমাদের রক্ষা করুক। তারা আমাদের সুখী করুক। আমরা যাদের দ্বেষ ক'রি এবং যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরা তাদের এই রুদ্রদের চোয়ালের মধ্যে নিক্ষেপ করছি।।৬৬।।

করতেন। সেই পশুরূপ অগ্নি এই পৃথ্বীলোক জয় করেছিল, যে লোকে স্বয়ং অগ্নি অধিপতি দেবতা। হে অশ্ব! যজ্ঞে নিহত হবার পর এই পৃথ্বীলোক তোমার লোক হবে। তুমি সেই পৃথ্বীলোককেই বিজয় করবে। তুমি এই প্রোক্ষণী জল পান করো। (অশ্বের মুখে প্রোক্ষণী জল নিক্ষেপনীয়)। বায়ু পশু ছিল। দেবতাগণ তার দ্বারাই যজন করেছিল। সেই পশুরূপ বায়ু অন্তরিক্ষলোককে বিজয় করেছিল। যার অধিপতি দেবতা বায়ুই। হে অশ্ব! যজ্ঞে মরণপ্রাপ্তির পর এই অন্তরিক্ষলোকই তোমার লোক হবে। তুমি তাকেই বিজয় করবে। এই প্রোক্ষণী জল পান করো।...। সূর্য পশু ছিল। দেবতাগণ তার দ্বারাই যজন করেছিল। সেই পশুরূপ সূর্য দ্যুলোককে জয় করেছিল, যার অধিপতি দেবতা সূর্যই। হে অশ্ব! তুমি যজ্ঞে হত হবার পর সেই দ্যুলোকই তোমার লোক হবে। তুমি সেই লোককে বিজয় করবে। তুমি এই প্রোক্ষণী জল পান করো।.... ।।১৭।। প্রাণ, অপান ও ব্যানের উদ্দেশ্যে এই অ্যাহুতি প্রদান করছি। (মহিষী, বেশ্যা ও রাজরক্ষিতা কর্তৃক অশ্বের নিকট গমনীয়)—হে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা (সবই মাতৃরূপে সম্বোধন)! কোনও পুরুষ আমাকে অশ্বের নিকট শীঘ্র উপস্থাপিত করতে পারেনা। (আমার শীঘ্র না পৌঁছাবার কারণ এই যে,) এই দুষ্ট অশ্ব সেই কাম্পীলবাসিনী সুভদ্রিকাকে নিয়ে শায়িত রয়েছে। (কাম্পীল নামক নগরে সুভগা, সুরূপা, বিদগ্ধা ও বিনীতা নারীগণের বাস ছিল। তাঁদের মধ্যে সুভদ্রিকা নাম্নী একজনাকে অশ্বমেধিয় অশ্বের পার্শ্বে শায়িতা করা হয়েছিল—এটাই তাৎপর্য) ।।১৮।। গণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণপতি তোমাকে আমরা যাচিত করছি। প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়পতি তোমাকে আমরা যাচিত করছি। সুখনিধিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখের নিধিপতি তোমাকে আমরা যাচিত করছি। হে বসুরূপ অশ্ব! তুমিই আমাদের পতি হও। (মহিষী অশ্বের পার্শ্বে শায়তা হন)—হে অশ্ব! গর্ভধারক তোমার তেজ আমি

অধ্যায় ২৩

আকর্ষণ ক'রে আপন যোনিতে ধারণ করছি। তুমি সেই গর্ভধারক আপন তেজকে আকর্ষণ পূর্বক আমার যোনিতে নিষেক করো।।১৯।। হে অশ্ব! আগত হও। আমি ও তুমি উভয়ে আপন চারটি পদ বিস্তৃত করব। (অধ্বর্যু—) হে অশ্ব ও মহিষী! তোমরা দু'জনে এই স্বর্গীয় যজ্ঞভূমিতে নিজেদের আচ্ছাদিত ক'রে নাও। (মহিষী কর্তৃক অশ্বের লিঙ্গটি ধ'রে আপন যোনিতে প্রবিষ্ট করণীয়)—বীর্যবান্ অশ্ব, বীর্যকে ধারণশীল আমাতে আপন বীর্য স্থাপন করুক।।২০।। (যজমান কর্তৃক অশ্বকে কহনীয়)—হে সেচক অশ্ব! উত্থিত হয়ে জঙ্ঘাশালিনী এই মহিষীর যোনিতে আপন লিঙ্গ রক্ষা করো—তাকে (লিঙ্গকে) অগ্র-পশ্চাৎ চালিত করো। এই লিঙ্গই স্ত্রীগণের জীবন ও ভোজন স্বরূপ।।২১।। (কুমারী কন্যার দ্বারা অধ্বর্যু যোনির প্রান্ত অঙ্গুলী দেখিয়ে—এই (যোনি) কেমন ক'রে ছোট পক্ষীর ন্যায় আহলগ্ (হলে হলে) শব্দ ক'রে যাচ্ছে? যখন ভগে শিশ্নকে ভরিত করা হচ্ছে, তখন যোনি যেন লিঙ্গকে গিলিত ক'রে নিচ্ছে।।২২।। (কুমারী শিশ্নের প্রান্ত অঙ্গুলী দেখিয়ে)—হে অধ্বর্যুগণ! এটি কিরকম পক্ষী যে তোমাদের অগ্রে আহলগ্ শব্দ ক'রে থাকে? এ তো তোমাদের মুখ হ'তেই নির্গত শব্দ ব'লে মনে হয়। অধ্বর্যুগণ! আর কিছু বলো না।।২৩।। (ব্রহ্মা মহিষীকে বলছেন)—হে মহিষী! তোমার মাতা ও তোমার পিতা যখন খট্টার (খাটের) উপর আরোহরণ করেছিল—তখন 'আমি স্নেহিত করছি' এমন কথা ব'লে তোমার পিতা মুষ্টিতে শিশ্নটিকে ধ'রে ভগে প্রবিষ্ট করেয়েছিল। (তাতেই জন্ম হয়)।।২৪।। (মহিষী—) হে ব্রহ্মন্! তোমারও মাতা-পিতা যখন খট্টায় রতিক্রীড়া করতেন....। তোমার মুখ যেন আরও কিছু বলতে ইচ্ছা করছে; হে ব্রহ্মণ্! তুমি অধিক কিছু বলো না।।২৫।। (উদ্গাতা কর্তৃক বাবাতা বা বেশ্যার প্রতি—) ওরে ভাই! এই বাবাতাকে অশ্বের উপরে ওঠাও, যেমন ভার বহন ক'রে (ক্লান্ত হয়ে) ভারবাহী জন অশ্বের উপর ভার স্থাপন ক'রে উপরে ওঠে। তখন এর মধ্য যোনিভাগ স্ফীত হয়ে উঠবে, যেমন শীতল বাতাসে শস্য (বা ধান্য) ঝারাই করার সময় কৃষক শস্যপূর্ণ ঝুরিকে উপরে ওঠায়।।২৬।। (বাবাতা কর্তৃক উদ্গাতার প্রতি) ওরে ভাই! কেউ এই উদ্গাতাকে অশ্বের উপর ওঠাও, যেভাবে পর্বতে ভারবাহী জন ক্লান্ত হয়ে অশ্বের উপর ভার স্থাপন ক'রে উপরে ওঠায়। তখন এর মধ্যলিঙ্গভাগ কম্পনযুক্ত হয়, যেভাবে শীতল বায়ুতে শস্য ঝারাই করতে কৃষকের হস্তদ্বয় কম্পিত হয়ে থাকে।।২৭।। (হোতা পরিবৃত্তার প্রতি—) যখন ছোট যোনিশালিনী বালিকার ভগে ছোট ও স্থূল লিঙ্গ প্রবিষ্ট হয় তখন অণ্ডকোষ তার যোনির উপরই কম্পন করতে থাকে, যেমন গাভীর পদে পূর্ণ (গোষ্পদে) জলে দু'টি মৎস্য গতি (চলন বা ক্রীড়া) করে।।২৮।। (পরিবৃক্তা হোতার প্রতি—) যখন এই দেবজন প্রকর্ষের সাথে শ্লেষ্মাগ্রাবী লিঙ্গকে ভগে প্রবিষ্ট করায় তখন মাত্র নারীর জঙ্ঘাটুকুই দেখা যায়, এবং তাতেই তাকে নারী ব'লে বোঝা যায়। (অন্যথায় তার সর্বাংশ লোপ হয়ে যায়, কেননা সুরতিরত পুরুষ নারীর সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে দেয়), যেমন চক্ষের দ্বারা দৃষ্টকে বিশ্বাস করা হয়। যদি কেউ এই কথা বলে যে, এই ব্রাহ্মণ তো সাক্ষাৎ দেবতা—বিদ্বান, এইজন্য ভয়ে ভয়ে তাকে সাধারণ রতি করতে হবে। তাও কোন আসন ইত্যাদির সাথে নয়। তাহলে এই কর্ণে শ্রবণের ন্যায় অসত্যপ্রায় হয়। চক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য এই যে, উপরের এই দেবতা ভোগকালে নারীকে জ্ঞাত হয়ে থাকে।।২৯।। যখন কোন কৃষকের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে কোন হরিণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তখন কৃষক একটা স্বীকার করে না যে, শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে পশু স্থূল (মোটা) হয়। সে তবে এটি জেনে দুঃখী হয়ে থাকে যে, তার ক্ষেত্রে শস্য চুরি হয়ে গিয়েছে। এই রকমে যখন কোন শূদ্রা কোন ধনীর রক্ষিতা হয়ে যায়, তখন তার পতি এটা বোঝে না যে, এক্ষণে তার ঘরে প্রভূত ধন আসবে। সে তো এই-ই জানে যে, তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়ে গেছে।।৩০।। যখন হরিণ

শস্য ভক্ষণ করে, তখন 'পশু পুষ্ট হয়ে গেছে, কি প্রসন্নতার কথা'—কৃষক এমন কথা মানে না। যখন শূদ্র কোন ধনীর স্ত্রীর জার হয়ে যায়, তখন বৈশ্যও সেই আপন পুষ্টিকে স্বীকার করে না। বরং সে ক্লেশপ্রাপ্ত হয়।।৩১।। (অশ্বের পার্শ্বে শায়িতা মহিষীকে উঠিয়ে, ঋত্বিক কর্তৃক কথনীয়)—বিধৃত হয়ে গমনকারী, জয়শীল এবং বেগবান অশ্বের পবিত্রতার নিমিত্ত আমরা এই অশ্লীল ভাষণ করেছি। এক্ষণে এই যজ্ঞ আমাদের মুখগুলিকে সুগন্ধিত (অর্থাৎ পবিত্র) করুক এবং আয়ুকে বর্ধন করুক।।৩২।। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ, পংক্তির সাথে বৃহতী, উষ্ণিক ও ককুপ্, হে অশ্ব! তোমাকে এই ছন্দগুলি সূচের সাথে সংস্কৃত করুক।।৩৩।। দ্বিপদা, ত্রিপদা, চতুষ্পদা এবং ষট্পদা যে ছন্দ আছে, বিগত ছন্দভাব এবং ছন্দ-লক্ষণ যুক্ত যে ছন্দ আছে, হে অশ্ব! তারা তোমাকে সূচের সাথে সংস্কৃত করুক।।৩৪।। মহানাম্নী শক্করী ঋক্সমূহ, রৈবত-সামের রেবতী ঋক্সমূহ, সমর্থা সকল দিক্সমূহ এবং মেঘের বৈদ্যুৎ বাণীসমূহ, হে অশ্ব! এই সূচসমূহের সাথেধ তোমাকে সংস্কৃত করুক।।৩৫।। হে অশ্ব! রাজার পত্নী ও স্ত্রীগণ বুদ্ধির সাথে তোমার রোমাবলীকে ছিন্ন করুক, দেবগণের পত্নীবর্গ এবং দিক্সমূহ সূচের দ্বারা তোমাকে সংস্কৃত করুক।।৩৬।। রৌপ্য, স্বর্ণ এবং তাম্র বা লৌহের গুচ্ছীকৃত সূচসমূহ ছেদনকৃত কর্মের দ্বারা অশ্ব-শরীরে সংযোগ প্রাপ্ত করছে; (অর্থাৎ সূচসমূহের দ্বারা অশ্বশরীরের ছেদিত স্থানগুলি সংযুক্ত বা সীবন ক'রে দেওয়া হচ্ছে)। বেগবান্ অশ্বের ত্বকে ছিদ্র সৃষ্টি ক'রে সূচগুলি সীমারেখা নির্মাণ করুক।।৩৭।। হে প্রিয়! যে রকমে কৃষক যথাক্রমে যবকে ঘাস হ'তে পৃথক ক'রে ছেদন করে, সেই রকম তুমিও তাদের (অর্থাৎ বহুজনের) নিমিত্ত এই লোকে ভোজন ইত্যাদি সম্পন্ন করো—যারা দর্ভাসনের উপর উপবেশন পূর্বক স্তুতিসমূহ বা হবিঃসমূহের দ্বারা দেবগণকে যজন করছে।।৩৮।। হে অশ্ব! স্বয়ং প্রজাপতিই তোমাকে ছেদন করছে। প্রজাপতিই তোমার ত্বককে পৃথক করছে। প্রজাপতিই তোমার অঙ্গকে ছিন্ন করছে। বিদ্বান্ প্রজাপতিই তোমার ছেদনশালী, অন্য কেউ নয়।।৩৯।। হে অশ্ব! সম্বৎসরের তেজে ঋতু অনুসারে

অধ্যায় ২৫

স্কন্ধপ্রদেশের দ্বারা, বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত অশ্বপুচ্ছের উপরস্থ প্রথম অস্থিপংক্তির দ্বারা রুদ্রদেবতার নিমিত্ত দ্বিতীয় অস্থিপংক্তির দ্বারা, আদিত্যগণের নিমিত্ত তৃতীয় অস্থিপংক্তির দ্বারা, বায়ুদেবের নিমিত্ত পুচ্ছের দ্বারা সাধ্য ও [illegible] নিমিত্ত নিতম্বের দ্বারা, ক্রুঞ্চ নামক দেবদ্বয়ের নিমিত্ত দক্ষিণ ও বাম কটিভাগের দ্বারা, ইন্দ্র ও বৃহস্পতির নিমিত্ত উরুদ্বয়ের দ্বারা, মিত্র ও বরুণ দেবতার নিমিত্ত উভয় উরুর সন্ধিভাগের দ্বারা, আক্রমণ নাম দেবতার নিমিত্ত নিতম্বের স্থূলভাগদ্বয়ের দ্বারা, এবং বলদেবতার নিমিত্ত নিতম্বের আবর্তন ভাগের দ্বারা প্রীতি সাধন করছি।।৬।। পূষা দেবতাকে অশ্বের বৃহৎ অন্ত্রের দ্বারা প্রীণিত করছি। অন্ধাহি (অর্থাৎ অন্ধসর্প) দেবতাকে স্থূল পায়ুস্থানের দ্বারা প্রীণিত করছি। পায়ুভাগের মাংসের দ্বারা বিহ্রুত নামক দেবতাকে প্রীণিত করছি। বস্তির (বা মূত্রস্থলীর) দ্বারা আপঃ দেবতাকে প্রীণিত করছি। অণ্ডকোষের দ্বারা বৃষণ দেবতাকে প্রীণিত করছি। অশ্বলিঙ্গের দ্বারা অশ্বদেবতাকে প্রণীতি করছি। প্রজা দেবতাকে অশ্ববীর্যের দ্বারা প্রীণিত করছি। চাষ নামক দেবতাকে পিত্তের দ্বারা প্রীণিত করছি। পায়ুস্থানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা প্রদর দেবতাকে প্রীণিত করছি এবং বিষ্ঠাপিণ্ডের দ্বারা কুশ্মান নামক দেবতাকে প্রীণিত করছি।।৭।। ইন্দ্র দেবতাকে অশ্বের ক্রোড়দেশের দ্বারা, অদিতিকে অশ্বের পাজস্যের (অর্থাৎ বলকারক অঙ্গের) দ্বারা, দিক্‌সমূহকে অশ্বের স্কন্ধ ও কুক্ষির সন্ধিস্থানের দ্বারা, অদিতির নিমিত্ত অশ্বের ভসত্ (অর্থাৎ লিঙ্গাগ্র)-এর দ্বারা, জীমূত দেবতাকে অশ্বের হৃদয়স্থ মাংসের দ্বারা, হৃদয়কে আচ্ছাদিত করণশালী অন্ত্রের দ্বারা অন্তরিক্ষের অভিমানী দেবতার, নভ নামক দেবতাকে অশ্বের উদরস্থ মাংসের দ্বারা, চক্রবাক দেবদ্বয়কে অশ্বগ্রীবার অধোভাগস্থ হৃদয়ের উভয় পার্শ্বের অস্থির দ্বারা, দিব নামক দেবতাকে বৃক্ক অর্থাৎ কুক্ষিস্থিত মাংসের দ্বারা, শিশ্নের মূলাগ্রভাগে স্থিত প্লাশী নামক নাড়ীসমূহের দ্বারা গিরি নামক দেবতাকে, অশ্বের প্লীহার দ্বারা উপল নামক দেবতাকে, অশ্বের ক্লোম অর্থাৎ যকৃতের দ্বারা বল্মীক দেবগণকে, হৃদয়ের নাড়ীসমূহের দ্বারা গুল্ম দেবগণকে, শিরাসমূহের দ্বারা স্রবন্তী দেবতাকে, কুক্ষির দ্বারা হ্রদ দেবতাগণকে, জঠরের দ্বারা সমুদ্র দেবকে এবং অশ্বের অঙ্গস্থ ভস্মের দ্বারা বৈশ্বানর দেবকে প্রীণিত করছি।।৮।। অশ্বের নাভির দ্বারা বিধৃতি দেবতাকে, অশ্বের রস অর্থাৎ বীর্যের দ্বারা ঘৃত

CamScanner